অথঃ ছাগল সমাচার

ভজন সরকার

আমার এক বন্ধু বরাবরের মতোই আমাকে চমকে দিয়ে বললো, '' ছাগলটাকে থামতে বল '' । বিষয় আঁচ করে প্রশ্ন করলাম,'' কোন ছাগলের কথা বলছিস ? দেশে তো এখন ছাগলের সংখ্যা কম নয় ।'' 'কেনো সব চেয়ে বড়টা । আরে বুঝলি না পেছনেরটা । খাঁকি পোষাকে দেশ উদ্ধারে নেমেছে যেটা ।'' বুঝলাম সেনাবাহিনী প্রধানের কথাই বলছে আমার বন্ধুটি । বরাবর আওয়ামী বিরোধী এ বন্ধুটি বড়ই ক্ষেপে আছে শেখ হাসিনার গ্রেফতারে । দেরীতে হলেও তার বোধোদয় হয়েছে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত কোথায় যেতে বসেছে । আর সব অভিযোগ তাই এখন ওই নেপথ্য-নায়ক সেনাবাহিনী প্রধান স্ব-ঘোষিত তারকাখচিত জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের উপর । বেশ চমকিতই হলাম ।

কিছুদিন থেকেই এই জেনারেল মহোদয় চাকুরীর রীতি-নীতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে - এমনকি শরীরের খাঁকি পোষাক না খুলেই সভা সমাবেশে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন । দেশ উদ্ধারে আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেমে গেছেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জাতির পিতার স্বীকৃতি দিয়ে প্রগতিশীল মানুষদের বাহবা কুড়াচ্ছেন । আবার জেনারেল জিয়াকেও স্মরণ করতে ভুল করছেন না । মনে হয় শেখ মুজিবের স্বীকৃতি তথাকথিত এক জেনারেলের ঘোষনার অপেক্ষায় ছিলো এতদিন । হত দরিদ্র এক সংখ্যালঘুর ব্যাংকের টাকা নিজে পরিশোধ করে জেল থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনছেন । এমন ঢাকঢোল পিটিয়ে চৌদ্দ হাজার টাকা দানের বিনিময়ে যদি চৌদ্দ বছর বাহবা কুড়ানো যায় মন্দ কি ! কিন্তু প্রশ্ন, কোনটা মুখ্য ? দানটা না, প্রচারটা ? নিজে রাজনীতিতে নামবেন না এবং ক্ষমতা দখল করবেন না বলে গলা ফাটাচ্ছেন । যেনো ক্ষমতা দখল করার জন্যই তাকে সেনাবাহিনী প্রধান করা হয়েছিলো । গর্ব ভরে বলে বেড়াচ্ছেন আজীবন দেশের ও দশের সেবা করে যাবেন । এতোদিন তিনি ছাড়া আর কেউ যেনো জনগণের সেবা করেনি ।

জেনারেলদের বুদ্ধি যে মাথা থেকে হাঁটুতে নেমে যায় বাংলাদেশের ইতিহাসই তার প্রমান । অথচ সেই হাঁটুওয়ালা জেনারেলদের খপ্পরেই বাংলাদেশ বারবার নিপতিত হচ্ছে । স্বাধীকার আর গণতন্ত্রের দাবিতে পাগল জাতি বারবার সেই কথিত ''ছাগল'' জেনারেলদের পাল্লায় পড়ে নিস্পেষিত হচ্ছে । পঁচাত্তর থেকে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার পর্দার অন্তরালে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে থেকেছে পাকিস্তান পন্থি উত্তর পাড়ার ওই প্রজাতিটি । কয়েক বছর আগে থেকে না হয় কিছু একটা করে খাচ্ছে বিদেশ বিভুঁইয়ে শান্তিরক্ষীর ভূমিকায় পাহারাদার হয়ে । তার আগ পর্যন্ত হত্যা-ক্যুয়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল আর পার্বত্য চট্রগ্রামে উপজাতি মেয়েদের ধর্ষন ছাড়া আর কোন কর্মটি করেছে আমাদের এই সামরিক বাহিনী । মাঝ মাঝে কিছু রিলিফ দেয়া আর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনও হয়তো করছে । অথচ কোটি কোটি গরীব মানুষকে অনাহারে রেখে প্রায় বিনে পয়সায় রেশনের চাল আর অন্যান্য সামগ্রি সরবরাহ করা হয়েছে এই সামরিক বাহিনীকে । রাজনৈতিক নেতারা গদি বাঁচানোর ভয়ে নানাবিধ মহান মহান নামকরনে বিভূষিত করে প্রতিবার সামরিক বাজেটকে স্ফীত করেছে । সেই তোষামদিতে আপ্লুত হয়েই বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ভুলে গেছে তারাও অন্যান্যদের মতোই বেতনভূক প্রজাতন্ত্রের চাকর ছাড়া আর কিছু নয় ।

আজ পশ্চিমের অনুকরণে রাজনৈতিক আর সামাজিক সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে । অথচ এ কথা কী কেউ একটিবারও ভেবেছেন , পশ্চিমের কোন দেশে সেনাবাহিনীর জেনারেলরা চাকুরীতে থেকেই এমন নির্লজ্জভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন ? কোথায় রাষ্ট্রক্ষমতাকে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়েন দেশের সেনাবাহিনী ? দেশে যদি সামরিক আইন থাকতো তবে না হয় যুক্তির খাতিরেও মেনে নেয়া যেতো ।

কিছু ভদ্রবেশী পাকিস্তানপন্থি জামাত শিবিরের বুদ্ধিদাতাদের সহায়তায় এই জেনারেলরা আবারও বাংলাদেশকে পঁচাত্তরের পর্যায়েই নিয়ে যাচ্ছে আজ । সৎ মানুষের শাসন প্রতিষ্টার নামে এই লেবাশধারী সামরিক সরকার দেশে জামাতের নেতৃত্ব প্রতিষ্টা-প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে । ভদ্রবেশী ডঃ ফকরুদ্দিন আর তার নিকট আত্মীয় -বন্ধুদের সম্বন্বয়ে গঠিত উপদেষ্ঠা পরিবার আজ জামাতের বুদ্ধিদাতা ব্যারিষ্টার মঈনূল আর সামরিক বাহিনীতে শিবির-ক্যাডার নিয়োগ কমিটির সদস্য জেনারেল মতিন, জেনারেল মাসুদ আর জেনারেল মশহুদ নামক এই ত্রয়িচক্রের সহায়তায় জান-মন পাকিস্তান ভাংগার দুঃখ কাটিয়ে উঠে প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছে । শেখ মুজিবকে শারীরিকভাবে হত্যার পরেও ব্যারিষ্টার মঈনূলদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে এতোদিন । এবার সময় এসেছে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করার মাধ্যমে সেই স্বপ্নের ঘুড়িকে আকাশে উড়াবার । আর সে লক্ষ্যেই এগুচ্ছে যেনো সব কিছু।

ব্যারিষ্টার মঈনুল কিছুদিন আগে যে শতাধিক সহায়ক আইনজীবি নিয়োগ করেছেন তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনও নেই । বাতাসে গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে ব্যারিষ্টার মঈনুল নিজে নির্দেশ দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের কাউকে যেনো নিয়োগ দেওয়া না হয় । অথচ জনসংখ্যার অনুপাতিক হারের চেয়েও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু আইনজীবি আর শিক্ষকের সংখ্যা বেশী । কারণ দুর্গত -অসহায় সংখ্যা লঘুরাই কোথাও চাকুরী না পেয়ে আজো পন্ডিতি আর উকালতি পেশাকেই বেছে নিতে বাধ্য হয় । যদিও ব্যারিষ্টার মঈনুলরা সে পথটুকুও বন্ধ করায় সক্রিয় রয়েছেন অনেক দিন থেকেই । তার শেষ থাবা আজ শেখ হাসিনাকে নিঃশেষ করার মাধ্যমেই সমাপ্ত হবে হয়তো ।

আজ অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন শেখ হাসিনার ইসলামি ঐক্যজোটের সাথে নির্বাচনপূর্ব সেই বিতর্কিত চুক্তি নিয়ে । দীর্ঘ পাঁচ বছর যে অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতন চলেছে আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের উপর , ব্যক্তি হাসিনার উপর, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার অপরাধে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর - একমাত্র ব্যক্তি শেখ হাসিনাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন দেশে এবং বিদেশে । আজকের মহা মানবেরা কোথায় ছিলেন সেদিন ? সে প্রতিক্রিয়াশীল কঠিন চক্রের ব্যুহ ভেদ করতে হয়তো সে বিতর্কিত চুক্তি করতে হয়েছিলো সেদিন । আর তার ফল যে খুব খারাপ হয়েছে সে কথা কী বলা যায় আজকে ? শত্রু-মিত্র সবাইকে সাথে নিয়ে সেদিন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছিলো তার ফলশ্রুতিতে দেশ তো বি এন পি -জামাতের নীল নকশার নির্বাচন থেকে মুক্তি পেয়েছিলো । কে জানে, সে আক্রোশ থেকেই হয়তো আজকে শেখ হাসিনার এ পরিনতি কিনা ? ব্যারিষ্টার মঈনুলকে রিমান্ডে নিলে সে অজানা তথ্য যে বেড়িয়ে আসবে তা হয়তো নিশ্চিত করে বলা যায় এখনি । দেশের অসংখ্য প্রগতিবাদি মানুষের সাথে আমিও অপেক্ষায় থাকলাম সেই দিনের ।

পরিশেষে অথঃ ছাগল সমাচার দিয়েই আজকের লেখা শেষ করি । যদিও বাংলাদেশে ছাগলের সংখ্যা ,ইতিকথা আর ছাগল নিসৃত বানীর পরিধি আর ব্যাপ্তি এতোই বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ যে আমার মতো সাধারণের পক্ষে তার বর্ণনা সাধ্যাতীত ।

স্বাধীনতার ঘোষক ছাগল :

‘‘ আই উইল ম্যাক পলিটিক্স ডিফিক্যালট । মানি ইজ নট এ প্র্যবলেম ।’’- জেনারেল জিয়াউর রহমান ।

বঙ্গবন্ধুর পোষা ছাগল :

‘‘ ওরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এসে আমার সাথে দেখা করলো । আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, -ড্যু ইউ নো হোয়াট ইউ হ্যাভ ড্যান । গেট আউট ফ্রম হেয়ার ।’’ জেনারেল শফি উল্লাহ ।

মুক্তিযোদ্ধা ছাগল

‘‘ চট্রগ্রাম সেনানিবাসে সে রাতে মেজর জিয়া যখন ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষনা দিলো সে দিন থেকেই শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ ।’’ জেনারেল মীর শওকত ।

কবি বর প্রেমিক ছাগল

‘‘ তোমাদের কাছে এসে তোমাদের ভালোবেসে , আমিও যে মহৎ হলাম । ’’ জেনারেল এরশাদ ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদি ছাগল

‘‘ আইন জীবিরা কেউ দুর্নীতির মামলা লড়বেন না । দুর্নীতিবাজদের আত্ম পক্ষের সুযোগ দেয়া যাবে না ।’’ জেনারেল মশহুদ

জামাতের ভাড়া করা ছাগল

‘‘ আওয়ামী লীগ আর বিএন পি-তে সংস্কার করতেই হবে । জামাতে ইসলামি যদি মনে করে তারাও সংস্কার করতে পারে । তবে আমরা কিছু বলবো না ।’’ জেনারেল মতিন

গমচোর দুর্নীতিমুক্ত ছাগল

‘‘ পার্বত্য চট্রগ্রামে আমার বিরুদ্ধে গম আত্মসাতের বিভাগীয় মামলায় রায়েই আমাকে চাকুরী থেকে অবসর দেয়া হয়েছে । তবে সেটা সেনাবাহিনীর বাইরে আলোচনা করার সুযোগ নাই ।’’ জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন (ইসি কমিশনার) ।

সংস্কারবাদি মুক্তিযোদ্ধা ছাগল

‘‘ এ পর্যন্ত রাজনীতিবিদেরা দেশকে কিছুই দিতে পারে নাই । তাই সময় এসেছে দেশ-প্রেমিক সামরিক বাহিনীকে সাথে নিয়ে নিরাপত্তা কাউনসিলের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করার ।’’ জেনারেল ইব্রাহিম হোসেন , বীরপ্রতিক ।

নেপথ্যের রাম ছাগল

‘‘ আমার কোনো উচ্চাকাংখা নেই । কথা দিতে পারি আমি ক্ষমতা নেবো না, রাজনীতি করবো না । কিন্তু আজীবন দেশ সেবা করে যাবো ।’’ জেনারেল মঈন , সেনাপ্রধান ।

sarkerbk@hotmail.com
।। জুলাই ২০,২০০৭ ।।